আধুনিক শিক্ষার চরম দুটি লক্ষ্য হল ব্যক্তিতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য। ব্যক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য স্থিরকে বলা হয় ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য এবং সমাজকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য স্থিরকে বলা হয় সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য। এই দুটি লক্ষ্যের মধ্যে যে সকল পার্থক্য বা বৈসাদৃশ্য দেখা যায় তা হল—

বিষয়	শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য	শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য
1. প্রকৃতি	ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ।	সমাজকে প্রাধান্য দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ।
2. উদ্দেশ্য	ব্যক্তিজীবনের পরিপূর্ণ বিকাশসাধন।	সমাজের কল্যাণ ও উন্নতিসাধন।
3. গুরুত্ব	ব্যক্তির চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ।	সমাজের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ।
4. নির্ভরতা	ব্যক্তি ছাড়া সমাজ অস্তিত্বহীন, তাই ব্যক্তির ওপর সমাজ নির্ভরশীল। ব্যক্তির উন্নয়ন ঘটলে সমাজের উন্নয়ন ঘটবে।	ব্যক্তি নিয়েই সমাজ, তাই সমাজের উন্নয়ন ঘটলে ব্যক্তির উন্নয়ন ঘটবে।
5. কল্যাণসাধন	শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্যের মাধ্যমে ব্যক্তির সুপ্ত সম্ভাবনার বিকাশ ঘটলে ব্যক্তির এবং সমাজের উভয়ের কল্যাণ সাধিত হবে।	শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ ঘটলে সমাজবদ্ধ মানুষেরও কল্যাণ সাধিত হবে।
6. অবস্থান	ব্যক্তিতান্ত্রিকবাদীদের মতে ব্যক্তি আগে পরে সমাজ, তাই ব্যক্তির উন্নয়ন আগে প্রয়োজন।	সমাজতান্ত্রিকদের মতে সমাজ ছাড়া ব্যক্তির অস্তিত্ব ভাবা যায় না।

বিষয়	শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক লক্ষ্য	শিক্ষার সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য
7. আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষা	এই শিক্ষার লক্ষ্যের মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।	এই শিক্ষার লক্ষ্যের মাধ্যমে ব্যক্তির সামাজিক শিক্ষা হয় বলে আত্মকেন্দ্রিক বা স্বার্থপর হওয়ার সম্ভাবনা বিশেষ থাকে না।
8. ব্যয়বহুল	ব্যক্তি বৈষম্যকে গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয় বলে এটি ব্যয়বহুল শিক্ষার লক্ষ্য।	ব্যক্তি সমাজবদ্ধভাবে শিক্ষা লাভ করে বলে এখানে শিক্ষা ব্যয় অনেক কম।
9. সমর্থক	রুশো, ফ্রয়েবেল, জন ডিউই, অ্যারিস্টট্‌ল, মন্তেসরি, বিবেকানন্দ প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ।	হার্বার্ট স্পেনসার, রস, টি. পি. পা, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজি প্রমুখ শিক্ষাবিদগণ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি যে, শিক্ষার ব্যক্তিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও ব্যক্তি এবং সমাজ একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি ছাড়া যেমন সমাজ অস্তিত্বহীন তেমনি সমাজ ছাড়া ব্যক্তিজীবনও মূল্যহীন। তাই ব্যক্তি এবং সমাজকল্যাণ একই সূত্রে বাঁধা।